বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.presscouncil.gov.bd

মামলা নং-৭/২০১৮

১. মো. সেলিম আহম্মেদ **ফরিয়াদি**
সত্ত্বাধিকারী- Wetronic International
২. মোহাম্মদ আব্দুল মালেক
Country Director- JSM International Company Ltd.
সর্ব সাং- ৭১১/৫, আদাবর(৩য় তলা) রোড নং-১১
থানাঃ আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বনাম

১. সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর । **প্রতিপক্ষ**
২. সাইফুল আলম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর।
৩. সালমা ইসলাম, প্রকাশক, দৈনিক যুগান্তর।
সর্ব সাং-ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল বিশ্বরোড
বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২। জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল	সদস্য
৩। জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত	সদস্য

ফরিয়াদি	:	পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবী অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন লস্কর
প্রতিপক্ষ	:	পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবী অ্যাডভোকেট একলাছুর রহমান
শুনানির তারিখ	:	৩০/০৬/২০১৯খ্রি.
রায়ের তারিখ	:	৩০/০৬/২০১৯খ্রি.

রায়

ফরিয়াদির আর্জিঃ

ফরিয়াদিগণ নিম্নবর্ণিত প্রার্থনা করে প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দাখিল করেছেন:

প্রার্থনা: "অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, প্রতিপক্ষগণকে নোটিশ দিয়া প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারা মোতাবেক সর্বোচ্চ শাস্তি/তিরস্কার/ভর্ৎসনা প্রদান করত ন্যায় বিচার করিতে মর্জি হয়"।

তাদের অভিযোগের সারসংক্ষেপ হলো প্রতিপক্ষগণ "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকায় ৩১/১০/২০১৮খ্রি. ও ০৫/১১/২০১৮খ্রি. তারিখে ২০ নং পৃষ্ঠায় একই রকম আক্রোশমূলক, ভুয়া, ভিত্তিহীন সংবাদ/বিজ্ঞাপন/প্রতিবেদন রঙ্গিন প্রচ্ছদে প্রকাশ করে ফরিয়াদিগণের সম্মান ক্ষুন্ন এবং ব্যবসায়িক সুনাম ধ্বংস করার লক্ষ্যে ছেপেছেন। তারা আরো অভিযোগ করেন, যমুনা গ্রুপ এর চেয়ারম্যান ১নং ফরিয়াদিকে যমুনা ফিউচার পার্কে তার অফিসে গত ১৮/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে আপোষ মীমাংসার দাওয়াত দিয়ে বেদম প্রহার করে এবং নির্জন কক্ষে আটক রেখে হুমকি দিয়ে তার সহোদর ভ্রাতা ২নং ফরিয়াদি মো: আব্দুল মালেককে ডেকে নিয়ে তাদের নিকট হতে জোরপূর্বক ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বেশ কিছু Blank Stamp and Blank Cheque ফরিয়াদিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর

করিয়ে নেন। পরবর্তীতে উক্ত চেকসমূহের মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, শ্যামলী শাখা, ঢাকা এর চেক নং CCA 2487957 ব্যবহার করে বিজ্ঞ সিএমএম আদালতে সিআর মামলা নং-৬০৯/২০১৮ (ভাটারা) ধারা Negotiable Instruments Act এর ১৩৮ ধারা মোতাবেক ফরিয়াদিগণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ফরিয়াদিগণ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনে মুক্তি পান এবং বর্তমানে জামিনে আছেন।

প্রতিপক্ষের জবাব এর সারসংক্ষেপঃ

বিবাদিগণ জবাব দাখিল করে তাদের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বক্তব্যসমূহ কাল্পনিক, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবী করে। উল্লেখিত মামলা আইনানুগভাবে দায়ের করে তবে Blank Stamp and Blank Cheque ফরিয়াদিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ায় উক্তি/দাবি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবি করে অভিযোগ খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদিগণ প্রতিউত্তর দাখিল করে বিবাদির সমস্ত বক্তব্য অস্বীকার করেন এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলা শুনানি পূর্বক ধারা ১২(১) মতে শাস্তি প্রদানের জন্য আবেদন করেন।

যুক্তিতর্কঃ

৩০/০৬/২০৯খ্রি.তারিখ মামলার শুনানির জন্য দিন ধার্য করা হয়। উভয় পক্ষের আইনজীবীগণ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। শুনানিকালে ফরিয়াদিগণের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, ভিত্তিহীন বিভ্রান্তিমূলক এবং অসত্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে প্রতিপক্ষগণ নিজ পত্রিকা "দৈনিক যুগান্তরে" প্রকাশ করে ফরিয়াদিগণের ব্যক্তিগত সম্মান এবং ব্যবসায়িক সুনাম ধ্বংস করেছেন যা কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারা মোতাবেক কাউন্সিল এর সর্বোচ্চ শাস্তি তিরস্কার করার জন্য আবেদন করেন।

অপর পক্ষে প্রতিপক্ষগণের আইনজীবী নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদিগণের অভিযোগ দাখিলের কোনো হেতু নেই এবং অভিযোগটি আইনগতভাবে সচল নয়। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, বিষয়টি নিয়ে আদালতে বিচার চলমান থাকায় প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ করার কোনো সুযোগ নেই এবং প্রেস কাউন্সিল এর আইনে তা সম্পূর্ণ বারিত। তিনি আরো নিবেদন করেন যে মামলাটি আইনানুগভাবে বারিত বিধায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে খারিজ করা আবশ্যক।

পর্যালোচনাঃ

দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। আইনজীবীদের বক্তব্য বিবেচনা করা হলো। কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, স্বীকৃতভাবেই সিএমএম আদালতে Negotiable Instruments Act এর ১৩৮ ধারায় বর্তমানে নং-৬০৯/২০১৮ (ভাটারা) মামলা বিচারাধীন আছে।

প্রেস কাউন্সিল আইন এর ধারা ১২ (৩) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোনো আদালতে কোনো বিষয় বিচারাধীন থাকলে কাউন্সিল সেই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করতে পারেনা।

ধারা-১২ (৩)"কোনো আদালতে কোনো বিষয় বিচারাধীন থাকিলে সেই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনায় উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে না।"

সিদ্ধান্তঃ

কাগজপত্র ও আইনের বিধিবিধান পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান আকারে মামলা অচল। ফরিয়াদিগণ মামলা নিষ্পত্তির পর মনে করলে তাঁরা মামলাটি পুনরায় দাখিল করতে প্রেস কাউন্সিল আইনে কোনো বাধা নেই।

ফরিয়াদিগণের অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের যুক্তিতর্ক বিবেচনা করে মাননীয় সদস্যগণের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদিগণ হেতুবিহীন মামলা দায়ের করেছেন। তাই কোনো প্রতিকার পেতে পারেন না। উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ দিয়ে মামলাটি বিনা খরচায় নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

মনজুরুল আহসান বুলবুল
সদস্য
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল